একাদশ অধ্যায়

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ	২২৯
বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের অনুরোধ	২৩০
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন	২৩১
ভগবানের বিস্ময়কর বিশ্বরূপের বর্ণনা	২৩২
বিস্মিত, রোমাঞ্চিত অর্জুনের করজোড়ে প্রার্থনা	২৩২
তোমার আদি-অন্তহীন রূপ দর্শনে ত্রিভুবন ভয়ভীত হচ্ছে	২৩৪
'হে অর্জুন! তুমি নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ কর'	২৩৬
পুনরায় অর্জুনের প্রার্থনা	২৩৭
'হে অমিতপ্রভাব! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর'	২৩৯
'হে দেবেশ! দয়া করে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর'	২৪০
ভগবান চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করলেন	২৪১
সবশেষে সৌম্য-সুন্দর দ্বিভুজ রূপ দর্শনে অর্জুনের প্রসন্নতা	২৪২
দ্বিভুজ রূপের দর্শন লাভ দেবতাদেরও দুর্লভ	২৪৩
অনন্য ভক্তিই ভগবানের কাছে ফিরে যাবার একমাত্র উপায়	২৪৫

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

অর্জুন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান শ্রবণ করছিলেন। তিনি তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখানোর জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান অর্জুনের অভিলাষ পূরণের জন্য তাঁকে দিব্যচক্ষু দান করলেন। তারপর তিনি নিজের মহান বিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন।

সহস্র সূর্যের মিলিত প্রভার মতো দীপ্তিশালী, তেজোময়, অত্যাশ্চর্য সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন প্রবলভাবে বিস্মিত, শিহরিত হলেন। সেই বিশ্বরূপের মধ্যে তিনি দেবগণ, সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণ, এমন কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। সেই বিশ্বরূপের অসংখ্য মুখবিবরের করাল গ্রাসে তিনি কুরুক্ষেত্রে সমবেত ভীষ্ম-দ্রোণাদি বীরগণকে প্রবেশ করতে দেখলেন।

ভয়বিহ্বল অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের সেই বিশ্বরূপকে বার বার নমস্কার করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অনুরোধে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করালেন। সবশেষে তিনি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে প্রকাশিত হলেন। তা দর্শন করে অর্জুন আশ্বস্ত ও প্রসন্ন হলেন। ভগবান তখন অর্জুনকে বললেন যে, তাঁর এই শাশ্বত দ্বিভুজ 'মানুষরূপ' অত্যন্ত দুর্লভ-দর্শন। বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা আদির দ্বারা তাঁর এই রূপ দর্শন করা যায় না, কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁর এই রূপের দর্শন লাভ করা সম্ভব।

● বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের অনুরোধ

শ্লোক ১-৪

অর্জুন বললেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে পরম নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশ করলে, তার দ্বারা আমার মোহ এখন দূরীভূত হয়েছে।

হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার কাছ থেকে জীবসমূহের উৎপত্তি ও লয়ের কথা শ্রবণ করেছি, তোমার অসীম অব্যয় মাহাত্ম্যও তোমার কাছ থেকে অবগত হয়েছি।

হে পুরুষোত্তম! যদিও তোমার যথার্থ স্বরূপে তোমাকে দেখছি, তবুও তুমি যেভাবে এই মহাবিশ্বে প্রবিষ্ট হয়েছ, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

তুমি যদি আমাকে তা দর্শনের যোগ্য মনে কর, তা হলে হে যোগেশ্বর! তোমার সেই অসীম বিশ্বরূপ আমায় দেখাও।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব কারণের পরম কারণ তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মহাবিষ্ণু থেকে জড় জগৎসমূহের প্রকাশ হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাবিষ্ণুরও উৎস। সমস্ত অবতারসমূহ শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হন, তাই তিনি অবতার নন, অবতারী। তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীব-হৃদয়ে বিরাজমান।

অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখানোর জন্য অনুরোধ করছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের জন্য তা দেখতে চাননি। তিনি জানতেন যে, আগামী দিনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে পারে। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকলকে নিঃসংশয় করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি এর মাধ্যমে এই নীতিটিও স্থাপন করলেন যে, ভবিষ্যতে যারা নিজেদের অবতার বলে দাবি করবে, তাদের এই রকম বিশ্বরূপ দেখাতে হবে।

অর্জুন ভগবানকে পদ্মপলাশলোচন বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবানের আঁখিদুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। তিনি তাঁকে যোগেশ্বর বলেও সম্বোধন করেছেন কারণ ভগবান অচিন্ত্য শক্তির অধীশ্বর।

ভগবানের রূপ দর্শনের জন্য অর্জুন নিজের মানসিক জল্পনার উপর নির্ভর না করে ভগবানকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন। সেটিই পন্থা, নিজের সীমিত মানসিক শক্তিতে পরম সত্য জানার প্রয়াস কখনই সফল হয় না।

● শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

শ্লোক ৫-৮

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট আমার শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

হে ভারত! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুত প্রমুখ দেবগণ এবং পূর্বে যা দেখনি এমন বহুবিধ আশ্চর্যজনক রূপ এখন দেখ।

হে অর্জুন! তুমি যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা এখনই আমার এই অবয়বে দর্শন কর। আমার এই বিশ্বরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ পূর্ণরূপে একত্রে স্থিত রয়েছে, দেখ।

তুমি তোমার প্রাকৃত চোখে এই রূপ দর্শন করতে পারবে না। তাই তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করছি, এখন আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন কর।

বিশ্লেষণ

ভগবান তাঁর বিস্ময়কর বিরাটমূর্ত্তি প্রদর্শন করেছেন, যাতে স্থাবর, জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্রে বিদ্যমান। কোন মানুষই এই পরমাশ্চর্যজনক রূপ দেখেনি। এমন কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও এইভাবে এক জায়গায় বসে সমগ্র মহাজগৎ দেখার কথা ভাবতে পারেন না। অর্জুন ভগবৎ কৃপাবলে তা দেখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অংশ, এমন কি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছু ভগবানের বিরাটরূপে দেখছেন। অবশ্য এইজন্য ভগবান তাঁকে দিব্য চক্ষু দান করেছেন, কারণ জড়ীয় চোখে ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করা সম্ভব নয়।

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দিব্য, কিন্তু তা নিত্য নয়। জড় জগতের প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই রূপের প্রকাশ। তাই জগতের যেমন প্রকাশ ও লয় হয়, তেমনই ভগবানের এই বিশ্বরূপ অভিব্যক্ত হয়, আবার অন্তর্হিত হয়।

শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে উৎসাহী নন। বিশ্বরূপ ভগবানের মহা ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের ঐশ্বর্যে আগ্রহী নন, তাঁরা ভগবানের প্রেমময় মাধুর্যে আকৃষ্ট হন। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ, বান্ধবীবর্গ, পিতা-মাতা—কেউই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখতে চান না। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে এতই ভালবাসেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, সেটাই তাঁরা ভুলে যান। গোপবালকেরা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর। তাঁরা জানেন না যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান—*শ্রীমদ্ভাগবতে* তা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের

অনবদ্য প্রেমপূর্ণ মধুরতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁদের আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খেলার সাথী বলে মনে করেন। ভগবানও এতে অত্যন্ত প্রীত হন।

● ভগবানের বিস্ময়কর বিশ্বরূপের বর্ণনা

শ্লোক ৯-১২

সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দান করছিলেন। তিনি বললেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এই বলে পার্থকে তাঁর অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখালেন।

অর্জুন দেখলেন, ভগবানের সেই বিশ্বরূপে রয়েছে অগণিত মুখ, অগণিত নেত্র, অগণিত বিস্ময়কর দৃশ্যসমূহ। সেই বিশ্বরূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত এবং অগণিত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর দেহ নানা দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত ছিল। সেই রূপ ছিল পরম আশ্চর্যময়, দীপ্তিমান, অসীম ও সর্বব্যাপী।

যদি আকাশে হাজার হাজার সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়, তাহলে তাদের মিলিত দীপ্তি পরম পুরুষের বিশ্বরূপের জ্যোতিঃপ্রভার সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুলনীয় হতে পারে।

বিশ্লেষণ

অর্জুন মহা বিস্ময়কর বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন যা অবর্ণনীয়। ভগবানের সেই রূপের মধ্যে ছিল সীমাহীন হস্ত, পদ, নেত্র, মুখ ও আরও অসংখ্য রূপ। ভগবানের সেই সব প্রকাশসমূহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অর্জুন এক জায়গায় বসেই তা দেখতে পাচ্ছিলেন।

● বিস্মিত, রোমাঞ্চিত অর্জুনের করজোড়ে প্রার্থনা

শ্লোক ১৩-১৪

অর্জুন বহুভাবে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সেই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত দেখলেন।

তিনি সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত হলেন। তখন তিনি অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

বিশ্লেষণ

যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তখন উভয়ই ছিলেন রথে উপবিষ্ট। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অনন্ত গ্রহলোক দর্শন করলেন, যেগুলি মাটি, স্বর্ণ, মণি প্রভৃতি নানা পদার্থ দিয়ে তৈরি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত কেউ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকেই দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন, আর কাউকে নয়।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন, তখন সেই সম্পর্কের আকস্মিক পরিবর্তন হল। অর্জুনের মধ্যে মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি হল, তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে নতমস্তকে প্রণাম করে জোড়হাতে স্তব করতে লাগলেন। ভগবানের প্রতি অর্জুনের সখ্যরস বিস্ময় রসে পরিবর্তিত হল।

● **তুমি জগতের পরম আশ্রয়**
তুমি সনাতন পরম পুরুষ

শ্লোক ১৫-১৮

অর্জুন বললেন—হে দেব! আমি তোমার বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা ও জীবসমূহকে দেখছি, ঋষিদের ও দিব্য সর্পদের, পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে এবং শিবকে দেখতে পাচ্ছি।

হে জগদীশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার রূপের মধ্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বহু বহু সংখ্যক বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র এবং অনন্তরূপ দেখছি। আমি তোমার কোন আদি, মধ্য বা অন্ত দেখছি না।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বা সূর্যের অপরিমেয় জ্যোতিচ্ছটার মতো মহা দীপ্তিমান তোমার দেহ থেকে সর্বত্র বিচ্ছুরিত তেজোরাশির জন্য তোমার রূপ দর্শন করা কঠিন। তবু আমি বহু বিচিত্র কিরীট, গদা, চক্রে সজ্জিত তোমার দ্যুতিময় মূর্তি সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

হে ভগবান! তুমি অক্ষরতত্ত্ব, তুমিই পরম জ্ঞাতব্য। তুমি সমগ্র জগতের পরম আশ্রয়। তুমি সনাতন ধর্মের রক্ষক। তুমি অব্যয়, সনাতন পরম পুরুষ—এই আমার অভিমত।

বিশ্লেষণ

সেই বিশ্বরূপের মধ্যে অর্জুন ব্রহ্মাণ্ডের* সব কিছুই দর্শন করলেন। তিনি কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকেও দর্শন করলেন, যিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। এই ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নদেশে রয়েছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। যে দিব্য সর্পের শয্যায় তিনি শয়ন করে আছেন, তাকে বলা হয় বাসুকী। সেই দিব্য সর্পও অর্জুন দর্শন করলেন।

এইভাবে অর্জুন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরদেশে স্থিত কমলাসন ব্রহ্মাকেও দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অসীম, অনন্ত। তাই তাঁর মধ্যে সবই দর্শন করা যায়। তাঁর কৃপায় অর্জুন রথে বসেই ব্রহ্মাণ্ডের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সব কিছু দর্শন করলেন।

● তোমার আদি-অন্তহীন রূপ দর্শন করে ত্রিভুবন ভয়ভীত হচ্ছে

শ্লোক ১৯-২২

হে ভগবান! তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তোমার শক্তি অনন্ত। অগণিত তোমার বাহু, চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষু। তোমার মুখমণ্ডল থেকে দীপ্ত অগ্নিপ্রভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তোমার স্বীয় তেজে তুমি জগৎ সন্তপ্ত করছ। তুমি এক হলেও স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ ও দশদিকে তোমার রূপ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ত্রিভুবন অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হচ্ছে।

সমস্ত দেবগণ তোমাতেই প্রবেশ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত ভীত হয়ে করজোড়ে তোমাকে স্তুতি করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি! স্বস্তি!" এই বলে বৈদিক মন্ত্রে তোমার স্তব করছেন।

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।

শব্দার্থ ঃ কিরীট—মুকুট, **অক্ষর**—অব্যয়, **দ্যুতিময়**—জ্যোতির্ময়, **অব্যয়**—অবিনাশী।

* ব্রহ্মাণ্ড মানে পৃথিবী নয়। ব্রহ্মাণ্ডের ইংরেজী প্রতিশব্দ Universe, earth নয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে একটি ব্রহ্মাণ্ড বা universe-এর মধ্যে অসংখ্য গ্রহলোক বা planets থাকে। একটি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকগুলির মধ্যে আকাশও রয়েছে। অকল্পনীয় যার বিস্তার। এই রকম জড় ব্রহ্মাণ্ডও একটি নয়—কোটি কোটি, অগণিত। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস প্রায় ৬০০ কোটি কিলোমিটার।

বিশ্লেষণ

পরমপুরুষ ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কোন অন্ত বা সীমা নেই। অর্জুন রোমাঞ্চিত হয়ে বার বার তা বলছেন। কেবল অর্জুনই নয়, ত্রিভুবনের অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরাও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। অর্জুনের এই দর্শন কোন স্বপ্ন ছিল না। ভগবৎ-কৃপায় যাঁরা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা সকলেই ভগবানের এই অত্যাশ্চর্য বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। সমস্ত দেব-দেবীগণ ভগবানের এই বিশ্বরূপের মহাভয়ঙ্কর প্রকাশ এবং তাঁর প্রচণ্ড প্রভা দর্শন করে অত্যন্ত ভীত হয়ে ভগবানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন।

শ্লোক ২৩-২৫

হে মহাবাহো! সমস্ত গ্রহলোক ও তাদের অধিবাসী দেবগণ তোমার এই বহু বহু মুখ, বাহু, চক্ষু, ঊরু, চরণ, উদর ও অসংখ্য দন্তপংক্তি-বিশিষ্ট ভীষণ বিরাট-মূর্তি দর্শন করে অত্যন্ত ভয়ত্রস্ত হচ্ছে। আমিও অত্যন্ত ভীত হচ্ছি।

হে বিষ্ণো! তোমার এই আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধ বর্ণযুক্ত, ভয়াল মুখব্যাদান এবং বিশাল দীপ্তিশালী চক্ষু দর্শন করে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি আর স্থির থাকতে পারছি না।

তোমার করাল দন্ত, তোমার প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির মতো ভয়াল মুখ দর্শন করে আমার দিক্‌ভ্রম হচ্ছে এবং চিত্ত বিকল হচ্ছে। হে দেবদেব! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্লোক ২৬-৩১

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, তাদের পক্ষের রাজন্যবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের পক্ষের সৈন্যরাও তোমার করাল দন্তযুক্ত ভয়ানক মুখবিবরে প্রবেশ করছে, এবং দন্তলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। নদী যেমন দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনই এই সব মহাযোদ্ধারা তোমার জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। আগুনের দিকে ছুটে যাওয়া পতঙ্গের মতো এরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখে প্রবেশ করছে। তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখে সর্বদিক থেকে সমস্ত লোককে গ্রাস করছ। হে বিষ্ণো! তুমি সমগ্র জগৎকে তোমার তেজোরাশির দ্বারা আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।

হে উগ্ররূপ! তুমি কে আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। হে আদি পুরুষ! আমি তোমার অভিলাষ জানতে ইচ্ছা করি।

বিশ্লেষণ

ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি অর্জুনকে আশ্চর্যজনক কিছু দেখাবেন। অর্জুন এখন দেখছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণসহ সমস্ত বিপক্ষ নেতা ও সৈন্যরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে চলেছে। এটি এই ইঙ্গিত করছে যে, কুরুক্ষেত্রে যারা সমবেত, তাদের প্রায় সকলেরই মৃত্যু হবে এবং অর্জুন বিজয়ী হবেন। ভীষ্ম, যাঁকে প্রায় অজেয় বলে মনে করা হত, তিনি নিহত হবেন। তেমনই কর্ণও নিহত হবেন। শুধু তাঁরা নয়, অর্জুনের পক্ষাবলম্বনকারী অনেক মহারথীও নিহত হবেন।

অর্জুন যদিও জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বন্ধু, তবু বিচিত্র অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। তিনি ভগবানের এই প্রলয়কারী শক্তি প্রকাশের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন।

● অর্জুন, তুমি নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ কর

শ্লোক ৩২-৩৪

শ্রীভগবান বললেন—আমি লোকসমূহ ধ্বংসকারী প্রবৃদ্ধ কাল। এখন আমি লোকক্ষয় করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া সমাগত উভয় পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা নিহত হবে। অতএব তুমি ওঠো, যুদ্ধ কর আর যশ লাভ কর। শত্রুদের পরাজিত কর আর সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমার ব্যবস্থাপনায় এরা ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই নিহত করেছি। তুমি সেই মৃতদেরই বধ কর। যুদ্ধে অবশ্যই তুমি বিজয় লাভ করবে, তাই যুদ্ধ কর।

বিশ্লেষণ

ভগবান এখানে বলছেন যে তিনি সর্বগ্রাসী কাল; তিনি সকলকেই গ্রাস করেন। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ভগবান সবকিছুই বিনাশ করেন—এমন কি ব্রাহ্মণদেরও। অর্জুন ভেবেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না, তা হলে আর বিষাদ বা হতাশা আসবে না। কিন্তু ভগবান উত্তরে বলছেন যে, যদি অর্জুন যুদ্ধ নাও করেন, তবু সকলেই নিহত হবে, কারণ সেটিই তাঁর পরিকল্পনা।

প্রকৃতপক্ষে তারা ভগবানের ইচ্ছায় ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছিলেন।

এখানে ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত মাত্র বা কেবল উপলক্ষ্য হয়ে ভগবানের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বলেছেন। আসলে, প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে চলেছে, সবই ভগবানের ইচ্ছানুসারে, তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে। বৈজ্ঞানিকেরা ভাবে যে, প্রকৃতির ক্রিয়ার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই, সব 'দৈবক্রমে' বা 'ঘটনাচক্রে' (Accidentally) ঘটে চলেছে। এইসব ধারণা তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক।

জড় জগতের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই পরিকল্পনাটি কি? তা হচ্ছে ভগবৎ-বিমুখ বদ্ধ জীবাত্মাদের আবার তাদের আপন আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার একটি সুযোগ দেওয়া। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের সেটিই উদ্দেশ্য—বদ্ধ জীবদের সংশোধিত হবার সুযোগ দান। যতক্ষণ জীব নিজেকে প্রভু মনে করে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, ততক্ষণ তারা বদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের এই পরিকল্পনাটি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

ভগবানের তত্ত্বাবধানে জড় জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস সংঘটিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। কিন্তু ভগবান তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁর যুদ্ধ করা উচিত। ভগবানের ইচ্ছানুসারে কাজ করলে অর্জুন সুখী হবেন। এভাবে কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন এবং নিজের খেয়াল খুশিমতো বা বাসনা অনুসারে না চলে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম করেন, তাঁর জীবন পূর্ণতা লাভ করে, সার্থক হয়।

● পুনরায় অর্জুনের প্রার্থনা

শ্লোক ৩৫-৩৭

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে অর্জুন বার বার তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জোড় হাতে গদ্‌গদ স্বরে বললেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমা শ্রবণে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হচ্ছে, সিদ্ধরা তোমাকে নমস্কার করছেন, আর সঙ্গত কারণেই রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পলায়ন করছে।

হে মহাত্মন্! তুমি ব্রহ্মার আদিকর্তা, তুমি গরীয়ান্। তুমি জগতের আদি কারণ।

কেন সকলে তোমাকে প্রণাম করবে না? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি অবিনাশী এবং কার্য ও কারণ—উভয়ের অতীত তত্ত্ব।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা, কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি করজোড়ে তাঁর স্তব করছেন।

অর্জুন বুঝতে পারছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শন করতে গগনমার্গে উপস্থিত হয়েছেন উচ্চতর গ্রহলোকের অনেক দেব-দেবী, সিদ্ধ ও মহাত্মারা, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আনন্দিত অন্তরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। অবশ্য আসুরিক স্বভাব রাক্ষস ও ভগবৎ-বিদ্বেষী দৈত্য-দানবেরা ভয়ে পলায়ন করছিল।

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত, দেবেশ ও মহাত্মা বলে সম্বোধন করছেন এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে মহান, সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর, তাই তিনি সকলেরই পূজ্য। তিনি বিশ্বচরাচরের আশ্রয়। তাই সিদ্ধগণ ও শক্তিশালী দেবতাগণ ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করছিলেন, অর্জুন তা দেখলেন।

অর্জুন ব্রহ্মার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার থেকেও বড়। ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রজার স্রষ্টা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মারও স্রষ্টা এবং তাঁর গুরু। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব-সহ সমস্ত দেব-দেবীর পূজনীয়।

এখানে ভগবানকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগৎ বিনাশশীল, তা ধ্বংস হবেই। কিন্তু ভগবান এই জড় সৃষ্টির অতীত 'অক্ষর', তিনি সর্ব কারণের কারণ। তিনি সমস্ত বদ্ধজীব, এমন কি জড় সৃষ্টির থেকেও গরীয়ান, তাই তিনি শাশ্বত, মহান ও পরম পুরুষ।

শ্লোক ৩৮-৪০

অর্জুন প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে অনন্তরূপ! তুমি পুরাণ পুরুষ, বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমিই সব কিছুর জ্ঞাতা এবং পরম জ্ঞাতব্য। এই বিশ্ব তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

তুমিই বায়ু, অগ্নি, যম, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ সহস্র সহস্র প্রণাম করি।

হে সর্বাত্মা! তোমাকে সম্মুখে, পশ্চাতে ও সবদিক থেকে নমস্কার। হে অনন্তবীর্য! তুমি অমিতবিক্রম। তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্বস্বরূপ।

বিশ্লেষণ

পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন বিশ্বচরাচরের সব কিছুর আশ্রয়, এমনকি ব্রহ্মজ্যোতিরও। তিনি জ্ঞানের অন্ত। তিনি জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়, কারণ তিনি সর্বব্যাপ্ত। তিনি চিৎ-জগতের পরম কারণ, তাই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শক্তির উৎস। তাঁর বলবীর্য অন্তহীন, তিনি অমিত-বিক্রম। কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধাদের চেয়েও তাঁর শক্তি অনেক অনেক গুণ বেশি। তাই অর্জুন ভগবৎপ্রেমের আনন্দে বিহ্বল হয়ে বার বার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছেন।

● হে অমিতপ্রভাব! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর

শ্লোক ৪১-৪৩

অর্জুন বললেন—আমি তোমার মহিমা না জেনে, পূর্বে তোমাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে যাদব', 'হে সখা', বলে সম্বোধন করেছি। ভুল করে বা প্রণয়বশত আমি যা করেছি, দয়া করে ক্ষমা কর। আহার, বিহার, শয়নের সময়, কখনও একাকী বা অন্যদের সামনে আমি না জেনে তোমাকে কত অসম্মান করেছি, দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর।

হে অমিত প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। তোমার সমান বা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে অন্য কে হতে পারে?

বিশ্লেষণ

অর্জুন ভগবানের পরম বৈভব, তাঁর মহিমাময় বিশ্বরূপ দর্শন করে ভাবছেন যে, তিনি ভগবানকে বন্ধু ভেবে পূর্বে কতবারই না অশ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত করুণাময় যে, অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুর মতোই আচরণ করেছেন। ভগবানের সঙ্গে প্রতিটি জীবের নিত্য শাশ্বত সম্পর্ক রয়েছে। অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য দর্শন করেও ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভুলে যাননি।

পিতা যেমন তাঁর পুত্রের কাছে পূজনীয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের কাছে পূজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ সকলের গুরু, তিনি আদি গুরু। তিনি ব্রহ্মাকে প্রথম বৈদিক জ্ঞান দান করেন। এখানে অর্জুনকে তিনি ভগবদ্গীতার শাশ্বত জ্ঞান

দান করছেন। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণ হতে গুরুপরম্পরা ধারায় অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে কেউ গুরু হতে পারে না।

অর্জুন ভগবানকে সর্বতোভাবে প্রণাম করছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ। জড় ও অপ্রাকৃত উভয় জগতে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। সবাই ভগবানের অধস্তন। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। তিনি সকলের প্রণম্য প্রভু। সকলেই তাঁর ভৃত্য। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে (১/৫/১৪২) **একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য**। কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ জীবন। তাই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

● হে দেবেশ! দয়া করে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ঃ

শ্লোক ৪৪-৪৬

অর্জুন বললেন—হে পরমপূজ্য ভগবান! তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে আমি তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি। ঠিক যেমন পিতা তাঁর পুত্রের, সখা তাঁর সখার বা প্রিয় তাঁর প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তোমার অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু মন ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে। তাই হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও, আবার তোমার সেই পূর্বের রূপ আমাকে দেখাও।

হে বিশ্বমূর্তি! হে সহস্রবাহো! পুনরায় তুমি তোমার সেই কিরীটি, গদা ও চক্রধারী চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর, তা আমি দেখতে ইচ্ছা করি।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত। কেউ তাঁকে পুত্র ভাবেন, কেউ সখা মনে করেন, আবার কেউ তাঁকে প্রভু ভাবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের। তাই পিতা ও পতি যেমন সহ্য করেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও সহ্য করেন।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, অন্তরঙ্গ সখা। তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করে অর্জুনের আনন্দ হয়েছে, কিন্তু মন ব্যাকুল হয়েছে এই ভেবে যে, ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতের ফলে হয়তো কত অপরাধ হয়েছে। তাই তিনি ক্ষমা চাইছেন,

আর তাঁকে বিশ্বরূপ সংবৃত করে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ধারণ করতে অনুরোধ করছেন।

চিদাকাশে অসংখ্য গ্রহ আছে—একত্রে যাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠলোক। জড় জগতে যেমন কোটি কোটি গ্রহ রয়েছে, তেমনই অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে অনন্ত কোটি গ্রহলোক ভাসমান। অবশ্য তার কোনটিই জড় নয়, সব চিন্ময়, অপ্রাকৃত। সেই প্রতিটি গ্রহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে নিজেকে বিস্তার করে বিরাজ করছেন।

চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত যে দিব্যানন্দধাম গোলোক বৃন্দাবন, তা ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহারমণীয় দ্বিভুজ বেণুধর শ্যামসুন্দর রূপে সেই গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর অগণিত প্রেমপরায়ণ ভক্ত-পার্ষদ পরিবৃত হয়ে নিত্যকাল বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে ভগবান নারায়ণের হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বিভিন্ন হাতে এগুলির বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে নারায়ণের বিভিন্ন নাম রয়েছে। ভগবানের বিশ্বরূপ জড় জগতের মতো অনিত্য। কিন্তু তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ নিত্য। তাই অর্জুন এই রূপ দর্শন করতে চাইছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অন্য সমস্ত অংশ, কলা ও অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। তাঁর সমস্ত রূপেই তিনি ভগবান, সমস্ত রূপেই তিনি নিত্য নবযৌবন-সম্পন্ন। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

● ভগবান চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করলেন

শ্লোক ৪৭-৪৯

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতের অন্তর্গত আমার পরম রূপ প্রদর্শন করলাম। তুমি ছাড়া এর আগে আমার এই আদি, অনন্ত ও তেজোময় বিশ্বরূপ কেউ দেখেনি।

হে অর্জুন! বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, পুণ্যকর্ম বা কঠোর তপস্যার দ্বারা এই রূপ কেউ দর্শনে সক্ষম নয়। কেবল তুমিই তা দর্শন করলে।

তুমি আমার এই ভয়ংকর রূপ দেখে ব্যথিত ও বিচলিত হয়ো না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এখন আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করে প্রীত হও।

বিশ্লেষণ

বহু মানুষ রয়েছে, যারা অবতার তৈরি করে। তারা তাদের পছন্দমতো কোন মানুষকে অবতার বলে প্রচার করে। কিন্তু মেকি অবতারের আরাধনা করে কখনও দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না— সেই চেষ্টা কেবল মূর্খামি। তারা এমনকি তাদের সেই মেকি অবতার বিশ্বরূপ দেখিয়েছে বলেও অপপ্রচার করে, কিন্তু তাদের সেই দাবি ভিত্তিহীন। দিব্যদৃষ্টি ছাড়া কেউই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারে না, আর সেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণাবলী-ভূষিত শুদ্ধ ভক্তগণ। ভগবৎ কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ না করলে, কেবল বেদপাঠ বা যজ্ঞ তপস্যার দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না।

ভগবান এখানে অর্জুনের অভিলাষ অনুসারে তাঁকে তাঁর দীপ্তিশালী, ঐশ্বর্যময় বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের ভক্তরাও তা দেখলেন। এর আগে আর কেউ এই বিশ্বরূপ দেখেনি। ভগবান স্পষ্টভাবে তা বলেছেন।

অবশ্য শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে তেমন আগ্রহী নন। ভগবানের ভয়ঙ্কর, বিপুল এই রূপের সঙ্গে হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি বিনিময় করা সম্ভব নয়। তাই ভক্তগণ সর্বদাই ভগবানের চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ রূপে আসক্ত।

অর্জুন তাঁর পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণ— এঁদের হত্যার চিন্তায় প্রথমে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুনের এই যুদ্ধে আতঙ্কিত হওয়া অনুচিত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীষ্ম ও দ্রোণ ছিলেন নীরব। তাঁদের সেই অবহেলার জন্য তাঁদের নিহত হওয়াই উচিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখালেন যে তাঁর বিশ্বরূপে তাঁরা ইতিমধ্যেই হত হয়ে রয়েছেন।

ভক্তরা সাধারণত শান্তিপ্রিয় হন, তাঁরা কোন বীভৎস কাজ করতে পারেন না। তাই ভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন। তা দেখে ভীত হয়ে, অর্জুন এখন ভগবানকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ ধারণের জন্য অনুরোধ করলেন।

● সবশেষে সৌম্যসুন্দর দ্বিভুজ রূপ দর্শনে অর্জুনের প্রসন্নতা

শ্লোক ৫০-৫১

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভুজ মূর্তি দর্শন করে অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্যসুন্দর মানুষরূপ দর্শন করে আমার চিত্ত স্থির হল, আমি প্রকৃতিস্থ হলাম।

বিশ্লেষণ

দ্বিভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ, অন্য সমস্ত রূপ এই রূপ থেকে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার পরে তিনি একটি সাধারণ শিশুরূপ ধারণ করেন। অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চেয়েছিলেন, ভগবান তাকে তাঁর সেই রূপ দেখালেন। কিন্তু ভগবান জানতেন তাঁর ভক্ত অর্জুন চতুর্ভুজ রূপে আগ্রহী নন। তাই তিনি তাঁর দ্বিভুজ রূপ তাঁকে দেখালেন এবং তাঁর ভয় দূর করলেন।

দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ ভগবানের সবচেয়ে সুন্দর রূপ। তিনি যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন সকলেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতেন। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ মানুষের মতো। মূল শ্লোকে *মানুষং রূপম্* কথাটির দ্বারা তা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের মতো রূপবিশিষ্ট হলেও ভগবান সাধারণ মানুষের মতো নন।

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ এবং বিশ্বরূপ দেখানো সম্ভব? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলেছেন। এই সব নির্বোধের প্রলাপে ভক্তরা বিভ্রান্ত হন না। ভক্তরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৎ-চিৎ-আনন্দময় বিগ্রহ, তাঁর আত্মা ও দেহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি সাধারণ মানুষও নন, কারণ তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ এবং বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন।

● দ্বিভুজ রূপের দর্শন লাভ দেবতাদেরও দুর্লভ

শ্লোক ৫২-৫৩

শ্রীভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ, সেই রূপের দর্শন লাভ অতি দুর্লভ। এমনকি দেবতারাও আমার এই নিত্যরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন।

তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই যে রূপ দর্শন করছ, তা বেদপাঠ, তপস্যা, দান প্রভৃতি উপায়ে কেউ দর্শন করতে পারে না।

বিশ্লেষণ

ভগবান বলছেন যে, তাঁর এই দ্বিভুজ রূপ অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন এবং তা অত্যন্ত গোপনীয়। এমন কি দেব-দেবীরাও শ্রীকৃষ্ণের এই পরম সুন্দর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মূর্তি দর্শনের সুযোগ লাভের জন্য সব সময় উৎসুক হয়ে থাকেন। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাদের পক্ষেও তা দুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান লীলা করছিলেন, তখন সমস্ত দেব-দেবীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর দর্শন লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। মূর্খেরা শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে অনেক কিছুর উপাসনা করতে পারে। কিন্তু জানতে হবে, তারা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান মহান দেবতারাও শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য সর্বদাই আকুল।

ভগবদ্গীতাতে (৯/১১) বলা হয়েছে, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*— মূর্খেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। এমন কি তথাকথিত বিদ্বানেরাও এমন মনে করে। কারণ তারা তাদের জড়ীয় বুদ্ধি ও জড় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, ফলে শ্রীকৃষ্ণকে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ বা বড় দার্শনিক বলে তাদের মনে হয়। অনেকে আবার মনে করে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমে নিরাকার; নির্বিশেষ কিছু ব্যক্তি আবার কল্পনা করে যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের থেকে তাঁর বিশ্বরূপ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা ভাবে যে, পরমেশ্বরের কোন রূপ হচ্ছে একটি কল্পনা মাত্র। তাদের মতে চরম স্তরে পরমতত্ত্ব কখনও কোন পুরুষ হতে পারেন না।

কিন্তু এসবই তাদের মন-গড়া কল্পনা। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ হচ্ছে তাঁর স্বয়ংরূপ, নিত্যরূপ।

কিন্তু পাণ্ডিত্য, বেদপাঠ, যান্ত্রিক পূজার্চনা বা তপস্যা দ্বারা তাঁকে কেউ বুঝতে পারে না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকেন। যে অনন্যচিত্ত ভক্ত ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন, তাঁর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেন। ভক্ত তাঁর নব-উন্মীলিত দিব্য চক্ষু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন।

● অনন্য ভক্তিই ভগবানের কাছে ফিরে যাবার একমাত্র উপায়

শ্লোক ৫৪-৫৫

হে প্রিয় অর্জুন! কেবল অনন্য ভক্তিপূর্ণ সেবা দ্বারাই আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। কেবল এইভাবে কেউ আমাকে তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

হে অর্জুন! যিনি শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার সেবাকার্যে যুক্ত, যিনি আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, যিনি জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত এবং সকল প্রাণীতেই শত্রুভাব শূন্য, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় কেবল অনন্য ভক্তির মাধ্যমে। ভগবান স্বয়ং এখানে তা নির্দেশ করেছেন। তাই অভক্ত ব্যাখ্যাকারেরা কি করে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারবে? তাঁকে উপলব্ধি করা বা দর্শন করা যেতে পারে কেবল শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে। মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই পন্থা প্রদর্শন করেছেন। কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মারও দুর্লভ, কিন্তু তিনি তা অকাতরে সকলকে দান করেছেন।

সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে যিনি ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হন, তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে তা বলা হয়েছে। যেমন *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/২৩) বলা হয়েছে, "ভগবানের প্রতি যিনি অনন্য ভক্তিসম্পন্ন এবং যিনি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করতে পারেন।"

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ হচ্ছে তাঁর আদি রূপ। তাঁর চতুর্ভুজ সহ অন্যান্য রূপ এই দ্বিভুজ রূপ থেকে প্রকাশিত। চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ। এমন কি মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ-সমুদ্রে শায়িত, যাঁর নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সাথে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত ও বিলীন হচ্ছে, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অসংখ্য অবতারগণেরও উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করে শেষে বলা হয়েছে, *এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* —"কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর এই সমস্ত অবতারগণ হচ্ছেন তাঁর অংশ ও কলা।"

জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্ময় জগতের পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। তাই

কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে মানব-সমাজে ভগবানের পরম আশীর্বাদ।

বদ্ধ জীব ভগবানকে ভুলে এই জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চাইছে, ফলে তারা জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের ভুলে যাওয়া সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এবং আমাদের শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এইভাবে ভগবদ্গীতা আমাদের যথার্থ দিব্য জীবন লাভের শিক্ষা দিচ্ছে।

ভগবান এখানে নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর উদ্দেশ্যে কর্ম করতে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে কর্ম করা হয়, তা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা কৃষ্ণকর্ম। সকলেই কৃষ্ণকর্ম করতে পারেন। ধনী ব্যবসায়ী শ্রীকৃষ্ণের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য বাড়ি তৈরি করে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করে তাঁকে পূজা করা এবং তাঁকে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ ভোজনও কৃষ্ণকর্ম। কেউ যদি দরিদ্র হন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য এক টুকরো জমিতে ফুলবাগান করতে পারেন এবং সুন্দর সুন্দর ফুল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আমাকে ভক্তি সহকারে অর্পণ করলে আমি তা গ্রহণ করি।" পত্র মানে তুলসীপত্র। তুলসী বৃক্ষ রোপণ করে তার পরিচর্যা করা যায়। এর জন্য বিশেষ অর্থের প্রয়োজন নেই। এমন কি ভগবানের মন্দির মার্জনা করাও সুন্দর কৃষ্ণকর্ম।

কেমন করে ভক্ত তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে, ভগবান এই অধ্যায়ের শেষের গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটিতে তা বিশ্লেষণ করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে তাঁর প্রেমময় সঙ্গ লাভ করতে চান— অন্য কিছু নয়। তিনি সূর্যলোক বা চন্দ্রলোকে যেতে চান না। উচ্চতর ভোগসুখের জন্য তিনি স্বর্গলোকেও যেতে চান না। চিদাকাশে দীপ্যমান ব্রহ্মজ্যোতিতেও তিনি লীন হতে চান না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য চিৎজগতে গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা, তাঁর সেবা লাভ করা।

কৃষ্ণভক্ত জানেন, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাই তিনি সকলকে কৃষ্ণভাবনার অমৃত দান করতে চান। এই জন্য কখনও কখনও ভক্তের জীবনও বিপন্ন হয়। যেমন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ শিশু হলেও ভগবদ্ভক্তি প্রচারের অপরাধে তাঁকে নানাভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঠাকুর হরিদাসকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁরা কেবল কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। তাই

যেসব ভক্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সকলের সুখ ও আনন্দের জন্য কৃষ্ণভাবনা প্রচার করে চলেন, তাঁরা যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন করজোড়ে বলতে লাগলেন— আমি দেখছি, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট। চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষুদ্বয়। তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি এবং তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছে। হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং দশদিক তুমি পরিব্যাপ্ত করে আছ। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ংকর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। **—শ্লোক ১৯-২০**

২

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

হে অনন্তরূপ! তুমি আদি দেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা এবং পরম জ্ঞাতব্য। তুমিই গুণাতীত পরম ধামস্বরূপ এবং এই জগৎ তোমারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। **—শ্লোক ৩৮**

৩

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভুজ মূর্তি দর্শন করে অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। —শ্লোক ৫১

৪

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥

শ্রীভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই নিত্য রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। —শ্লোক ৫২

৫

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

তুমি তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার যে রূপ দর্শন করছ, তা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, পূজা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না। —শ্লোক ৫৩

৬

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

হে অর্জুন! হে পরন্তপ অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। —শ্লোক ৫৪

৭

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

হে অর্জুন! যিনি সর্বদা আমার সেবাকর্মে রত, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।—শ্লোক ৫৫

অনুশীলনী—১১

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) জড় ব্রহ্মাণ্ডসমূহের প্রকাশ হয়—

☐ ব্রহ্মা থেকে; ☐ শিব থেকে;
☐ কারণ সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু থেকে।

খ) মহাবিষ্ণুর উৎস হচ্ছেন—

☐ মহামায়া; ☐ শ্রীকৃষ্ণ;
☐ নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

গ) ভগবানের সবচেয়ে দুর্লভ, সুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হচ্ছে—

☐ চতুর্মুখ ব্রহ্মা রূপ।
☐ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ।
☐ নিরাকার নির্বিশেষ অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ।
☐ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ রূপ।

ঘ) ভগবৎ-ধাম কৃষ্ণলোকে শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ রূপের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়—

☐ অবিরাম শূন্য ধ্যান করার মাধ্যমে।
☐ আমৃত্যু প্রতিদিন প্রবলভাবে জড় বিষয়-সম্পদ জড়ো করে স্তূপ করার মাধ্যমে।
☐ সুদৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবা করার মাধ্যমে।
☐ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে বিশেষজ্ঞ হওয়ার মাধ্যমে।

২। নীচের বক্তব্যগুলি পুনরায় শুদ্ধ করে লিখুন ঃ

ক) মহামায়ার প্রতি শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

খ) ব্রহ্মা হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ।

গ) শ্রীকৃষ্ণ যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি একটি জড় দেহ ধারণ করেন।

ঘ) শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি অনেক রূপ থাকলেও স্বরূপত তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম।

ঙ) শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটি বাড়ি তৈরী করা জড় কর্ম।

চ) শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে তাঁর বিশ্বরূপ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ছ) শুদ্ধ ভক্ত দ্বিভুজ রূপে নন—বিশ্বরূপে আসক্ত।

জ) যারা বিশ্বরূপ দেখাতে না পেরেও নিজেদের ভগবান বলে দাবি করে, তারা অবতার পুরুষ।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) অর্জুন কেমন চক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন? কে সেটি দিয়েছিলেন? কেন ওই রকম বিশেষ চক্ষুর প্রয়োজন ছিল?

খ) অর্জুন কেন বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন?

গ) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই বিশ্বের ও জীবজগতের সম্পর্ক কি?

ঘ) অর্জুন কেন ভগবানকে চতুর্ভুজ ধারণ করতে অনুরোধ করলেন? চতুর্ভুজ রূপ কি নিত্য রূপ? তা কি শ্রীকৃষ্ণের আদি স্বরূপ?

ঙ) শুদ্ধ ভক্তগণ কেন ভগবানের বিশ্বরূপের প্রতি তেমন আকৃষ্ট নন?

চ) কেন ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যু অবধারিত ছিল?

ছ) কে ও কোন্ উপলক্ষ্যে অর্জুনকে 'নিমিত্তমাত্র' হতে বলেছিলেন?

৪। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর বিরাট রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

খ) বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুনের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? সংক্ষেপে অর্জুনের প্রার্থনা লিখুন।

গ) ভগবানের প্রকৃত শাশ্বত স্বরূপ কেমন? কোন্ রূপ সবচেয়ে দুর্লভ দর্শন? ভগবানের অভিমত অনুসারে কিভাবে সেই রূপের দর্শন লাভ করা যায়?

ঘ) প্রমাণ করুন যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ বা ঐতিহাসিক মহাপুরুষ নন, তিনি স্বয়ং ভগবান।

ঙ) শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের কোন্ রূপের প্রতি আকৃষ্ট? কেন?

চ) কৃষ্ণকর্ম বলতে কি বোঝায়? একজন ব্যবসায়ী এবং একজন দরিদ্র কিভাবে কৃষ্ণকর্ম করতে পারেন বর্ণনা করুন।

ছ) জড় জগৎ আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, এর পিছনে কোন পরিকল্পনা নেই—তথাকথিত কিছু বৈজ্ঞানিকদের এই দাবি কি যুক্তিযুক্ত?

জ) শেষ দুটি শ্লোকে ব্যক্ত ভগবানের অভিমত অনুসারে ভক্ত কিভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন?

ঝ) এই অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক মুখস্থ লিখুন।